দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সাক্ষরতা

মাহ্বুবউদ্দিন চৌধুরী

আজ ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। জাতিসংঘ ঘোষিত এই দিবসটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আলাপ-আলোচনা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়ে থাকে। ঠিক তদ্রূপ এ বছরও দিবসটি পালনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নিরক্ষর এবং আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা হবে কি-না— দেশের লোককে আজ সেটা ভাবিয়ে তুলেছে। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিকট লেখাপড়া বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বলতে কিছুই নেই। যাও আছে, তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ না হয়ে পিছনের পথে চলে যায়। পাশাপাশি নিরক্ষরতার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের গাফিলতি, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি ও সর্বোপরি শিক্ষার হার বৃদ্ধির নামে বৈদেশিক সাহায্য বা অনুদানপ্রাপ্তের প্রকল্পগুলো সঠিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে না দিয়ে প্যাড-সীল সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান বা অবৈধভাবে বেচাকেনার কারণে বাস্তবে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে তেমন কোন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। তাই ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ২ হাজার সাল নাগাদ দেশে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা প্রায় সাত কোটি পর্যন্ত গড়াবে। আমাদের মত দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশী, তা নিশ্চয়ই নুতন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামিতিক হারে। অথচ, সাক্ষর মানুষের সংখ্যা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না; বরং দিন দিন নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাই উদ্বেগজনক হারে বেড়ে চলেছে।

প্রশ্ন উঠে— তবু কেন আমরা শিক্ষা, জনসংখ্যা, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনও আশানুরূপ সাফল্য বা অগ্রগতি অর্জন করতে পারছি না। অথচ, একে একে একুশটি বছর কেটে গেছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। এক নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এ সময়কাল যথেষ্ট না হলেও কম নয়। এ সময়কালে 'মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা একশ' ভাগ না হোক, পঞ্চাশ ভাগ অন্ততঃ শিক্ষিত হতে পারতো। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে মাত্র শতকরা ২৪ ভাগের মতো। এটা নিশ্চয়ই গরীব দেশ হিসেবে আমাদের জন্য খুবই হতাশার ব্যাপার। তাই আমাদের ধারণা, শিক্ষা বিস্তার ও এর মান উন্নয়নে এ যাবত গৃহীত সকল পদক্ষেপ বা ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন হলে দেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেতো। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অতীতে যে গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এক রকম প্রায় বন্ধই হয়ে চলছে।

তাই আজ আমাদের দেশে সবার আগে প্রয়োজন শিক্ষার আরো প্রসার। শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং এই গরীব দেশের প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠুক— এটাই আমাদের সকলের কাম্য। নাগরিকদের দক্ষ ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারলে উন্নয়নের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে না কখনও। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার ক্রমবিকাশ আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। তাই আমাদেরকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মত মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

এক সময় নিরক্ষর লোকদের অক্ষরজ্ঞানের জন্য ছাত্রদের কাজে লাগানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, তা সত্যিই একটি ভাল পদক্ষেপ। প্রতিদিনই মানুষ বাড়ছে। এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আরো অধিকসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং আনুষঙ্গিক শিক্ষা উপকরণের।